One Liner Shots (Jainism)

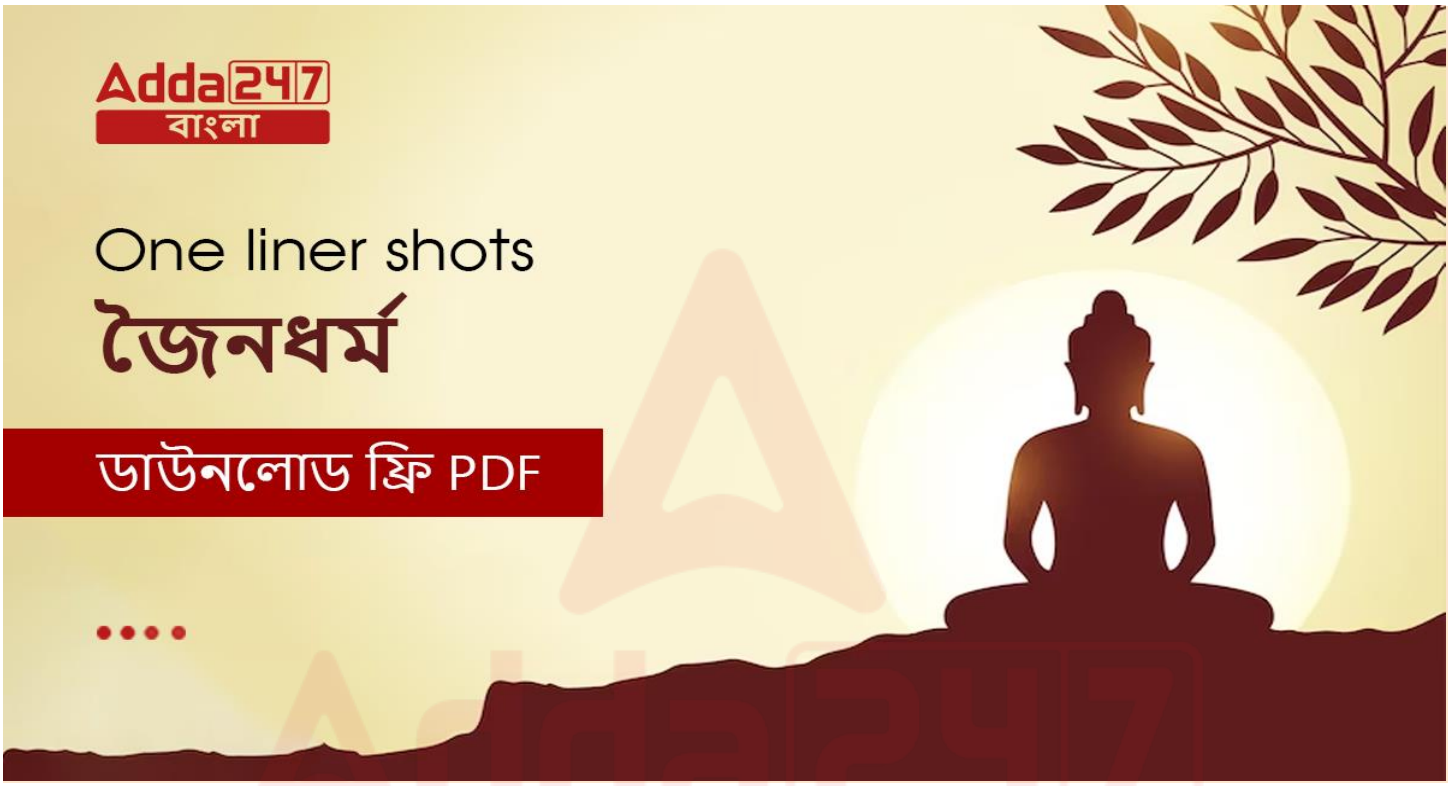

বর্ধমান মহাবীর সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত তথ্য

- বর্ধমান মহাবীর ছিলেন **24তম** তীর্থঙ্কর।
- তিনি **540** খ্রিস্টপূর্বাব্দে বৈশালীর **কুণ্ডগ্রামে** জন্মগ্রহণ করেন।
- তাঁর পিতা ছিলেন **সিদ্ধার্থ** যিনি ছিলেন জ্ঞাত্রিক বংশের প্রধান এবং তাঁর মা ছিলেন **ত্রিশলা**, যিনি ছিলেন একজন লিচ্ছবি রাজকন্যা।
- মহাবীরের স্ত্রীর নাম **যশোদা** এবং কন্যার নাম **প্রিয়দর্শনা।**
- **30** বছর বয়সে, বর্ধমান তার বাড়ি ছেড়ে তপস্বী হন।
- তাঁর তপস্যার সময়কাল ছিল **12** বছর।
- **42** বছর বয়সে রিজুপালিকা নদীর ধারে তিনি **কৈবল্য** বা 'সর্বোচ্চ জ্ঞান' লাভ করেন।
- পরে তিনি 'মহাবীর' বা **'জিনা'** নামে পরিচিত হন। জৈন ধর্মে, জিনা 'বিজেতা' বোঝায়।
- কৈবল্য প্রাপ্তির পর, মহাবীর পরবর্তী 30 বছর মগধ, শ্রাবস্তী, কোশল এবং পূর্ব অঞ্চলে ধর্ম প্রচারের জন্য স্থানান্তরিত হন।
- মহাবীর 468 খ্রিস্টপূর্বাব্দে 72 বছর বয়সে পাভাতে মারা যান।

জৈন ধর্মের উত্থানের প্রধান কারণ

➔ হিন্দুধর্মের কঠোরতা এবং সমাজের উচ্চ শ্রেণীর গোঁড়া মানসিকতা।

➔ ব্রাহ্মণ আধিপত্য সম্পর্কে ক্ষত্রিয়দের প্রতিক্রিয়া।

➔ বর্ণ ব্যবস্থার অনমনীয়তা।

➔ মগধের দুর্ভিক্ষ দক্ষিণ ভারতেও জৈন ধর্মের প্রসার ঘটায়।

➔ জৈনধর্ম সাধারণ মানুষের কাছে সহজ এবং সহজলভ্য ছিল কারণ এটি সংস্কৃতের তুলনায় পালি ও প্রাকৃত ভাষায় প্রচার করা হত।

➔ কোন বাধা না থাকায় সকল শ্রেণী ও বর্ণের মানুষ জৈন ধর্ম অনুসরণ করতে পারত।

জৈন ধর্মের মূল শিক্ষা

❖ মহাবীর সমস্ত ধরণের বৈদিক নীতি এবং আচার-অনুষ্ঠান প্রত্যাখ্যান করেছিলেন।

❖ তিনি ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস করতেন না। তাঁর মতে, মহাবিশ্ব প্রাকৃতিক ঘটনার একটি ফলাফল মাত্র।

❖ মহাবীর কর্মের ধারণা এবং আত্মার স্থানান্তরকে গুরুত্ব দিয়েছেন। জৈন ধর্ম অনুযায়ী, দেহের ক্ষয় হয় কিন্তু আত্মার কোন বিনাশ হয় না।

❖ জৈন ধর্ম অহিংসা এবং কঠোর জীবনযাপনের পক্ষে কথা বলে।

❖ জৈন ধর্মের মতে, পৃথিবীতে **2টি** উপাদান রয়েছে। এগুলি হল জীব ও আত্মা।

❖ মহাবীর পার্শ্বনাথ কর্তৃক প্রবর্তিত ধর্মীয় মতবাদ বা চতুরজাম গ্রহণ করেছিলেন। তবে তিনি সেগুলোতে কিছু পরিবর্তন ও সংযোজন করেছেন। এটি জৈন ধর্মের পাঁচটি মতবাদ বা **পঞ্চমহাব্রত** নামে পরিচিত। এগুলি হল-

1. ***অহিংসা***
2. ***সত্য***
3. ***অস্তেয়***
4. ***অপরিগ্রহ***
5. ***ব্রহ্মচর্য (এইটি মহাবীর দ্বারা সংযুক্ত)***

জৈন ধর্মের ত্রিরত্ন

নির্বাণ বা মোক্ষ বা পরম আনন্দ লাভের জন্য কোন আচারের প্রয়োজন হয় না। এটি তিনটি নীতির মাধ্যমে সহজে লাভ করা সম্ভব। একে জৈন ধরমে তিনটি রত্ন বা **ত্রিরত্ন** বলা হয়। এগুলি হল-

- ***সঠিক বিশ্বাস (সম্যকদর্শন)***
- ***সঠিক জ্ঞান (সাম্যজ্ঞান)***
- ***সঠিক কর্ম (সম্যকচরিত)***

এক নজরে জৈন পরিষদ

জৈন পরিষদ	সময়কাল	স্থান	সভাপতি	Event
প্রথম জৈন পরিষদ	খ্রিস্টপূর্ব ৩য় শতাব্দী	পাটলিপুত্র	স্থুলভদ্র	–
দ্বিতীয় জৈন পরিষদ	521 খ্রিস্টাব্দ	বল্লভী	ক্ষমাশ্রমণ	দ্বাদশ অঙ্গ নতুনভাবে সঙ্কলিত হয়।

জৈন সাহিত্য

- ভদ্রবাহু রচিত **কল্পসূত্র**
- দ্বাদশ অঙ্গ
- জৈন আগম
- হেমচন্দ্রের **পরিশিষ্টপার্বণ**

জৈন ধর্ম সম্পর্কে কিছু তথ্য

★ জৈন ধর্ম প্রাচীনতম ভারতীয় ধর্মগুলির মধ্যে একটি। কিছু ঐতিহ্য অনুসারে, এটি বিশ্বাস করা হয় যে জৈন ধর্ম বৈদিক ধর্মের মতোই প্রাচীন।

★ জৈনধর্ম একটি প্রাচীন ভারতীয় ধর্ম যা আত্ম-সহায়তায় বিশ্বাস করে। এই বিশেষ ধর্ম দেবতা বা আধ্যাত্মিক প্রাণীতে বিশ্বাস করে না যা মানুষকে সাহায্য করে।

★ জৈনধর্মে আরও মহান শিক্ষক বা তীর্থঙ্করদের উত্তরাধিকার রয়েছে এবং মোট 24 জন তীর্থঙ্কর ছিলেন।

★ **প্রথম** তীর্থঙ্কর ছিলেন **ঋষভনাথ বা ঋষভদেব**

★ ২৪তম অর্থাৎ সর্বশেষ তীর্থঙ্কর ছিলেন **বর্ধমান মহাবীর**।

★ **পার্শ্বনাথ** ছিলেন 23তম তীর্থঙ্কর। ইনি বেনারসে বাস করতেন।

★ 24জন তীর্থঙ্কর সকলেই ক্ষত্রিয় ছিলেন।

★ জৈন ধর্ম দুটি প্রধান সম্প্রদায়ে বিভক্ত। যথাঃ শ্বেতাম্বর এবং দিগম্বর।

★ শ্বেতাম্বর জৈনরা শ্বেত বস্ত্র পরিধান করেন। এঁদের নেতৃত্ব দেন স্থুলভদ্র।

★ দিগম্বর জৈনরা পোশাক পরে না, কারণ এই সম্প্রদায় সম্পূর্ণ নগ্নতায় বিশ্বাস করে। ভদ্রবাহু এই সম্প্রদায়ের নেতৃত্ব দেন।